২১ অক্টোবর ২০১৯

ভোলায় পুলিশের সঙ্গে তৌহিদী জনতার সংঘর্ষে নিহত ৪

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর গভীর উদ্বেগ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম ও মহানবী (সাঃ) এর সম্পর্কে কটূক্তির অভিযোগের জেরে ভোলার বোরহানউদ্দিনে পুলিশের সঙ্গে তৌহিদী জনতার ব্যাপক সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে চারজন নিহত এবং পুলিশের ১০ সদস্যসহ দেড় শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এ ঘটনার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

গণমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, গত শুক্রবার ১৮ অক্টোবর ২০১৯, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ধর্ম ও মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগ উঠে এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত যুবক সেদিন সন্ধ্যার পর স্বেচ্ছায় বোরহানউদ্দিন থানায় আইডি হ্যাক হয়েছে - এই মর্মে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে গেলে থানা পুলিশ বিষয়টি তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে আটক করে পুলিশের হেফাজতে রাখে। একইসাথে পুলিশ আইডি হ্যাকের সাথে সম্পৃক্ত দুজনকে আটক করে। ধর্ম অবমাননার অভিযোগে ২০ অক্টোবর রোববার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এ যুবকের বিচারের দাবিতে 'তৌহিদী জনতা'র ব্যানারে সংঘবদ্ধ একশ্রেণীর উগ্র জনতা বিক্ষোভ শুরু করে। বিক্ষোভের এক পর্যায়ে পুলিশের সাথে বিক্ষুব্ধ জনতার ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে যার ফলে পুলিশের গুলিতে চারজন নিহত হয়। সংঘর্ষে পুলিশের ১০ সদস্যসহ দেড় শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

আসক এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানাচ্ছে। অভিযুক্ত যুবক পুলিশ হেফাজতে থাকা সত্ত্বেও এবং আইডি হ্যাকের সাথে জড়িতদের পুলিশ আটক ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার পরও একটি জনগোষ্ঠীর এমন সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ এবং পরবর্তী সময়ে তা থেকে পুলিশের উপর হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা অনাকাঙ্খিত। ইতোমধ্যে এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে বলে আমরা গণমাধ্যম সূত্রে জানতে পেরেছি। আসক কমিটির কাছে পুরো পরিস্থিতির স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে। পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের কাছে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি ঐ এলাকায় বসবাসরত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জোর দাবি জানাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্টকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ইতিপূর্বেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কিন্তু দুঃখজনক যে সেগুলোর প্রকৃত সত্য, মামলার অগ্রগতি কিংবা সংঘর্ষে জড়িতদের বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে জনসম্মুখে কোনো তথ্য নেই। এ ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন দ্রুত জনসম্মুখে প্রকাশ করা ও পূর্বের সকল ঘটনায় সরকারের পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে জনগণকে জানানো প্রয়োজন বলে আসক মনে করে। এ ডিজিটাল যুগে এমন স্পর্শকাতর পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে জনসচেতনতা তৈরি, প্রয়োজনীয় পূর্বপ্রস্তুতি সর্বোপরি সংঘর্ষে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী।